* সেচের সুবিধা থাকলে বীজ বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ দিতে হবে। প্রথম সেচের সময় বাকি এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে।
* স্বাভাবিক চাষের মতো দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেচ যথাক্রমে শীষ বের হওয়ার সময় ও দানা বাঁধার সময় দিলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়।

সেচ প্রয়োগ

* মাটির প্রকারভেদে সাধারণত ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। চারার তিন পাতার সময় অর্থাৎ চারার বয়স ১৭-২১দিন হলে প্রথম সেচ দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
* দ্বিতীয় সেচটি গমের শীষ বের হওয়ার সময় (বয়স যখন ৫৫-৬০ দিন) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় (বয়স যখন ৭৫-৮০ দিন) প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা

* সেচের পর জমিতে 'জো' এলে মাটির ওপরের আস্তর ভেঙে দিতে হবে।

আগাছা দমন

* প্রথম সেচের পর (চারার বয়স যখন ২৫-৩০ দিন) জমিতে আগাছা দমনের জন্য নিড়ানির ব্যবস্থা নিতে হবে।
* এ সময় আগাছা দমন করলে শতকরা প্রায় ১২ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পায়।

ইঁদুর দমন

* ইঁদুর গম ফসলের প্রভূত ক্ষতি করে থাকে।
* ইঁদুরের আক্রমণ হলে ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ দিয়ে ইঁদুর দমন করতে হবে। ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে রাখলে ইঁদুর মারা যায়।

ফসল কর্তন

* ফলন ভালো পেতে হলে সময়মতো গম কাটা দরকার। দানাগুলো পেকে পুরোপুরি হলদে হয়ে যখন গাছ মরে যায় তখন বুঝতে হবে গম কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে।
* গমের দানা মুখে নিয়ে দাঁতে চিবুলে যদি কট্‌কট্‌ করে শব্দ হয়, তাহলে বোঝা যাবে গম কাটার সময় হয়েছে।

বীজ সংরক্ষণ

* কৃষক পর্যায়ে উন্নত পদ্ধতিতে গম বীজ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে উন্নতমানের বীজের অভাবে গম চাষ ব্যাহত না হয়।
* গম মাড়াই করার পর ২-৩ বার রোদে শুকাতে হবে যাতে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের কম থাকে। দাঁতে গম চিবালে কট্‌ করে শব্দ হলে বুঝতে হবে যে আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে এবং এ বীজ সংরক্ষণের উপযুক্ত। বীজ শুকানোর পর ঠান্ডা হলে পাত্রে ভরে রাখতে হবে।
* কেরোসিন/বিস্কুটের টিন বা ড্রামে বীজ সংরক্ষণ করা সবচেয়ে উত্তম। পাত্র অবশ্যই ছিদ্রমুক্ত হতে হবে এবং ঢাকনাও শক্তভাবে আটকানো থাকতে হবে।
* এ ছাড়াও পলিথিন ব্যাগ কিংবা মাটির পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করা যায়। ছিদ্রমুক্ত মোটা পলিথিন ব্যাগে বীজ ভরে মুখ বেঁধে রাখতে হবে।
* কলসি বা মটকায় বীজ রাখলে এর বাইরে আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এতে পাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বাইরের বাতাস ভিতরে ঢুকতে পারে না।

ফলন

জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ৩.৫-৪.৫ টন।

সংকলন : কৃষিবিদ মো. রেজাউল হক
ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট
কৃষি তথ্য সার্ভিস শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

প্রকাশনা, প্রচারণা ও মুদ্রণে
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

ডিজাইনার : শিল্পী নূর ইসলাম

৫০,০০০ কপি, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

আধুনিক উপায়ে গম চাষ

কৃষি তথ্য সার্ভিস
শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

আধুনিক উপায়ে গম চাষ

কেন গম চাষ করবেন ?

* গম দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য। বন্যাজনিত খাদ্যাভাব মিটাতে গম চাষ করুন।
* গম চাষ লাভজনক। এতে সেচের খরচ কম, এমনকি বিনা সেচেও গম আবাদ করা যায়।
* বন্যা পরবর্তীতে স্বল্প চাষে অথবা বিনা চাষেও গম আবাদ করা হয়ে থাকে।
* প্রতি ১০ কেজি ধান থেকে বড় জোর ৭ কেজি চাল পাওয়া যায়। অথচ ১০ কেজি গম থেকে প্রায় ১০ কেজি আটা পাওয়া যায়।
* গম ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম হয়।
* গমের রুটি ভাতের চেয়ে পুষ্টিকর।

উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন

* বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হচ্ছে কার্তিকের শেষ সপ্তাহ হতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্যন্ত।
* দেশের উত্তরাঞ্চলে শীতের প্রকোপ বেশি হওয়ায় এখানে অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বীজ বোনা যায়।
* ১৫ অগ্রহায়ণের পর গম বীজ বোনা হলে প্রতিদিন দেরির জন্য হেক্টরপ্রতি প্রায় ৪০-৫০ কেজি (বিঘায় ৬-৭ কেজি) ফলন কমতে থাকে।

উপযুক্ত মাটিতে গম চাষ

পলিযুক্ত দোঁআশ, বেলে দোঁআশ ও এঁটেল দোঁআশ মাটি গম চাষের জন্য উত্তম।

উন্নত জাত নির্বাচন

* আগাম বপনের ক্ষেত্রে আনন্দ, বরকত, কাঞ্চন, আকবর, প্রতিভা ও সৌরভ জাত বপন করা ভালো।
* ধান কাটা ও জমি তৈরির জন্য দেরি হলে কাঞ্চন, আকবর, অঘ্রাণী, প্রতিভা ও গৌরব বারি গম-২৫, বারি গম-২৬ জাত বপন করলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে।
* এছাড়া বারি গম-২১, বারি গম-২২, বারি গম-২৩,বারি গম-২৪, এসব জাতও চাষ করতে পারেন।

ভালো বীজ ব্যবহার

*ভালো বীজ মানে ভালো ফসল।
* অপুষ্ট ও পোকা/রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহার না করে পুষ্ট বীজ বেশি ফলনের জন্য ব্যবহার করতে হয়।
* শতকরা ৮৫ ভাগের ওপরে গজানোর ক্ষমতা আছে এমন বীজ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

পরিমাণমত বীজ ব্যবহার

* ভালো ফলন পেতে হলে সেচসহ অথবা সেচ ছাড়া হেক্টরপ্রতি ১২০ কেজি (বিঘায় ১৬ কেজি) বীজ ব্যবহার করতে হবে।
* বীজ গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮৫ ভাগের কম হলে প্রতি ১ ভাগ গজানোর ক্ষমতা কম হওয়ার জন্য হেক্টরপ্রতি ১ কেজি (বিঘায় ১৩০ গ্রাম) করে বীজের হার বাড়াতে হবে।
* গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৫৫ ভাগের নিচে হলে ওই গম বীজ হিসেবে বপন করা উচিত নয়।

বীজ শোধন

* বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ভিটাভেক্স দ্বারা টিনের পাত্রে নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

সঠিক পদ্ধতিতে বীজ বপন

* সারিতে অথবা ছিটিয়ে গমবীজ বপন করা যায়। সারিতে বুনলে জমি তৈরির পর লাঙ্গল দিয়ে আনুমানিক ২০ সেমি. (৮ ইঞ্চি) দূরে দূরে ও ৪-৫ সে.মি. গভীরে গমবীজ বোনা ভালো। তারপর আড়াআড়ি হালকা মই দিয়ে সারিগুলো ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে।
* বপনের পর জমিতে যথেষ্ট রস না থাকলে বীজ ভালোভাবে গজানোর জন্য একটি হালকা সেচ দেয়া দরকার।

সারপ্রয়োগ

সারের পরিমান (কেজি)

সার	সেচসহ		সেচ ছাড়া	
	হেক্টরে	বিঘায়	হেক্টরে	বিঘায়
ইউরিয়া	১৮০-২২০	২৪-৩০	১৪০-১৮০	১৯-২৪
টিএসপি/ ডিএপি	১৪০-১৮০	১৯-২৪	১৪০-১৮০	১৯-২৪
এম ও পি	৪০-৫০	৫-৭	৩০-৪০	৪-৫
জিপসাম	১১০-১২০	১৫-১৬	৭০-৯০	১৫-১৬
গোবর/কম্পোস্ট	৭০০০-১০০০০	১০০০-১৫০০	৭০০০-১০০০০	১০০০-১৫০০

সূত্র : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই

সার ব্যবহারের নিয়ম

* সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ইউরিয়া সারের দুই-তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সম্পূর্ণ অংশ শেষ চাষের পূর্বে প্রয়োগ করে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া প্রথম সেচের সময় উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
* সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে ইউরিয়াসহ সব রকম সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
* তবে চারা অবস্থায় বৃষ্টি হলে হেক্টরপ্রতি ৪০ কেজি (বিঘায় ৫.৫ কেজি) ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।
* রাসায়নিক সারের পাশাপাশি হেক্টরপ্রতি ৭০০০-১০০০০ কেজি (বিঘায় প্রায় ১০০০-১৫০০ কেজি) গোবর/কম্পোস্ট সার জমি চাষের সময় প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় এবং মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়।

বন্যা পরবর্তী গম চাষ প্রযুক্তি

বিনা চাষে গম আবাদ

স্বাভাবিক চাষ ছাড়া বিনা চাষেও গম আবাদ করা সম্ভব। জমি থেকে বন্যার পানি সরে গেলে যথেষ্ট রস থাকা ক্ষেতের ওপর দিয়ে হাঁটলে পায়ের দাগ পড়ে এমন অবস্থায় বিনা চাষে গম ছিটিয়ে বুনতে হয়। বীজের পরিমাণ হবে স্বাভাবিক চাষের মত।
* পাখির হাত থেকে গম বীজ রক্ষার জন্য বোনার আগে ঘন ও কাঁচা গোবরগোলা পানিতে বীজ ৬-১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর সকালে বাতাসে শুকিয়ে ঝরঝরে করে নিতে হবে। এভাবে বীজ বুনলে বীজ তাড়াতাড়ি গজায়।
* বীজ বোনার আগে অনুমোদিত হারে সব সার এবং ইউরিয়া সারের দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।
* বীজ ও সার একই সময়ে ছিটানো অথবা গম বোনার ১৭-২১ দিন পর জমিতে প্রথম হালকা সেচের আগে বা পরে অনুমোদিত হারে ইউরিয়া সার ছিটালে গাছের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়ে থাকে।
* দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেচ যথাক্রমে শীষ বের হবার সময় এবং দানা বাধার সময় দিলে ফলন খুব বাড়ে।

স্বল্প চাষে গম আবাদ

* দেশী লাঙ্গল দিয়ে দুটি চাষ দিয়েই গম আবাদ করা যায়। এক্ষেত্রে ধান কাটার পর জমিতে 'জো' আসার সাথে সাথে ছোট লাঙ্গলে চাষ দিতে হয়।
* যদি 'জো' না থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিয়ে জো আসার পর চাষ দিতে হয়। প্রথম চাষ দিয়ে মই দিতে হবে।
* আড়াআড়িভাবে দ্বিতীয় চাষ দেয়ার পর ও অনুমোদিত সব সার প্রয়োগের পর বীজ ছিটিয়ে মই দিতে হয় অথবা দ্বিতীয় চাষের সময় লাঙ্গলের পিছনে পিছনে সারিতে বীজ বুনে মই দিতে হয়।
* উল্লেখ্য, পাওয়ার টিলার ব্যবহার করলে একচাষেই গমবীজ বোনা সম্ভব।
* বীজের পরিমাণ হবে বিঘায় ১৬ কেজি।